কলকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ারে

আপিল সাইড

২০১৮ সালের ডবলুপিএ ৭০৬০

দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট (এসএআইএল) ঠিকাদার

শ্রমিক ইউনিয়ন এবং এরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

শ্রী বিকাশ সাউ

.....আবেদনকারীদের জন্য।

১. আবেদনকারী নং ১ হল একটি ট্রেড ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন আইন, ১৯২৬ এর অধীনে নিবন্ধিত৷ এটি আবেদনকারীদের মামলা যে আবেদনকারী নং ১-এর সদস্যরা দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের কর্মী এবং কাজ করেন (সংক্ষেপে, ডিএসপি) স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার ইউনিটে (সংক্ষেপে, এসএআইএল) এবং একটি ঠিকাদারের মাধ্যমে নিযুক্ত ছিল, এখানে উত্তরদাতা নং ৮।

২. আবেদনকারীদের মতে, ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে, ডিএসপির ব্যবস্থাপনা শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭ (এর পরে) এর প্রাসঙ্গিক বিধান না মেনে পিটিশন নম্বর ১-এর সদস্য হওয়ায় ১৮৬ জন কর্মীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেছিল আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে "উক্ত আইন" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরপরই, শ্রমিকরা ২১শে নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে সহকারী শ্রম কমিশনার, কেন্দ্রীয় দুর্গাপুরের কাছে ডিএসপি কর্তৃপক্ষের বেআইনি কাজ এবং আচরণ সম্পর্কে একটি অভিযোগ দায়ের করেছিল।

পরে অবশ্য ২৮ জুলাই, ২০১৭, তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে ডিএসপির ব্যবস্থাপনা আবেদনকারী নং ১ কে জানিয়েছিল যে চুক্তি কর্মীদের নিযুক্তি এবং/অথবা সমাপ্তিতে তাদের কোন ভূমিকা নেই এবং উপরোক্ত শ্রমিকদের ঠিকাদারদের দ্বারা বরখাস্ত করা হয়েছে।যদিও, আবেদনকারীরা এই ধরনের বিরোধ গ্রহণ করেননি এবং ডিএসপিকে প্রধান নিয়োগকর্তা হিসাবে দায়ী করেছিলেন এবং বেশ কয়েকটি উপস্থাপনা করেছিলেন, যেহেতু, এই ধরনের উপস্থাপনাগুলি মানা হয়নি, আবেদনকারীরা রাজ্যকে আহ্বান করেছিলেন এবং তার হস্তক্ষেপ চেয়ে উপ-প্রধান শ্রম কমিশনারের কাছে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

৩. আবেদনকারীদের অনুরোধে, ১৮ ই ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে, ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার, সেন্ট্রাল, কলকাতা পিটিশন নং ১ এর প্রতিনিধিত্বগুলি ডেপুটি চিফ লেবার কমিশনার, সেন্ট্রাল, আসানসোলের কাছে পাঠানোর অনুরোধ করে ব্যাপার। উল্লেখ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সময়ে সময়ে আবেদনকারী নং ১ বিভিন্ন উপস্থাপনা করেছেন। উপরোক্ত উপস্থাপনা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে আছে।

৪. তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি, তবে, একটি ঘোষণার জন্য প্রার্থনা করে দাখিল করা হয়েছে যে বিবাদী নং ৭ ডিএসপি এবং উত্তরদাতা নং ৮, ঠিকাদার হওয়াতে, পিটিশন নং ১-এর সদস্যদের ছাঁটাই করার ক্ষেত্রে কাজ ও আচরণ। ৭ নং উত্তরদাতার বিরুদ্ধে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে সদস্যরা আবেদনকারী নং ১ তাদের দায়িত্ব পুনরায় শুরু করতে পারেন।

রেকর্ডগুলি প্রকাশ করে যে পূর্বোক্ত রিট পিটিশনটি আগে বিবেচনার জন্য নেওয়া হয়েছিল, ১লা মার্চ, ২০১৯ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা এই আদালতের একটি সমন্বয় বেঞ্চ হলফনামা বিনিময়ের নির্দেশ দিয়েছিল।

৫. শ্রী সাউ, পূর্বোক্ত পিটিশনের সমর্থনে উপস্থিত হয়ে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে উত্তরদাতা নং ৭ তখন থেকে, হলফনামার একটি কপি-বিপক্ষে পিটিশনকারীদের পরিবেশন করেছেন যদিও এর আসল কপিটি হল, তা রেকর্ডে নেই।

৬. আজ আদালতে শ্রী সাউ-এর দ্বারা উত্তরদাতা নং ৭-এর পক্ষে প্রতিপক্ষের হলফনামার একটি অনুলিপি, রেকর্ডের সাথে রাখা হোক।

৭. বিরোধিতায় উল্লিখিত হলফনামা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ডিএসপি ৫ই আগস্ট, ২০১৬ তারিখে একটি কার্যাদেশ প্রদান করেছেন উত্তরদাতা নং ৮ এর পক্ষে যান্ত্রিক - কাম - ম্যানুয়াল অফ - লোডিং [ফেজ - II] থেকে বিএফ / এর নির্দিষ্ট পরিমাণের ওয়াগনগুলি থেকে। মিশ্র কোক / কয়লা / আকরিক যা ৩১শে অক্টোবর, ২০১৬ এর মধ্যে কার্যকর করা হবে। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে, উত্তরদাতা নং ৮ লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ঠিকাদারের লাইসেন্স পেয়েছিলেন এবং তদনুসারে, চুক্তিভিত্তিক প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তার শ্রমিকদের মোতায়েন করেছিলেন। এরপর থেকে কাজ শেষ হয়েছে। আবেদনকারী এবং/অথবা সদস্যরা উত্তরদাতা নং ৮ দ্বারা নিযুক্ত শ্রমিকদের ছাঁটাইয়ের অভিযোগ করেন। উত্তরদাতা নং ৭ পূর্বোক্ত কর্মীদের নিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করেনি।

কোন নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক ছিল না এবং তাই উত্তরদাতা নং ৭ এর জন্য দায়ী করা যাবে না।

৮. পিটিশনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবীকে শুনেছেন এবং রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করেছেন। স্বীকৃতভাবে এটা প্রতীয়মান হয় যে দরখাস্তকারী নং ১ এর সদস্যরা সকলেই চুক্তি শ্রমিক এবং উত্তরদাতা নং ৮ দ্বারা নিযুক্ত ছিলেন। একদিকে আবেদনকারী নং ১ এর সদস্য এবং অন্যদিকে উত্তরদাতা নং ৭ এর সদস্যদের মধ্যে কোন নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক নেই। যে চুক্তির জন্য উত্তরদাতা নং ৮ নিযুক্ত ছিলেন তা অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরদাতা নং ৮ এর কর্মীদের বিরুদ্ধে তার বাধ্যবাধকতা মেনে চলার জন্য এটি ছিল। এটি এমন একটি ঘটনা নয় যেখানে ঠিকাদার ঠিকাদার শ্রমিকদের অনুকূলে চুক্তির পরিমাণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে চুক্তি শ্রম (নিয়ন্ত্রণ ও বিলুপ্তি) আইন, ১৯৭০-এর ধারা ২১ (৪) এর বিধানগুলি ব্যবহার করে, প্রধান নিয়োগকর্তার কাছ থেকে চুক্তির শ্রমিকরা তার প্রতিদান দাবি করতে পারে।

৯. এর পরিপ্রেক্ষিতে, আমি মনে করি যে আবেদনকারীরা উত্তরদাতা নং ৭ এর বিপরীতে কোনো আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছে, এবং তাই, কোনো ত্রাণ পাওয়ার অধিকারী নয়।

১০. সেই অনুযায়ী রিট আবেদন খারিজ হয়ে যায়। যাইহোক, খরচ হিসাবে কোন আদেশ হবে না.

১১. এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্মতির পরে পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

(বিচারপতি, রাজা বসু চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।